HSC
একাডেমিক কোর্স

সমাজবিজ্ঞান ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৬ – সমাজজীবনে প্রভাব বিস্তারকারী উপাদান

টপিক – ০১ সমাজজীবনে প্রভাব বিস্তারকারী প্রধান প্রধান উপাদান

টপিক

আলোচিত বিষয়বস্তু

টপিক ০১: সমাজজীবনে প্রভাব বিস্তারকারী প্রধান প্রধান উপাদান
টপিক ০২: ভৌগলিক উপাদানের প্রভাব
টপিক ০৩: সমাজজীবনে বংশগতির প্রভাব
টপিক ০৪: সমাজজীবনে সংস্কৃতির প্রভাব
টপিক ০৫: সমাজজীবনে সামাজিক গোষ্ঠীর প্রভাব
টপিক ০৬: সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান
টপিক ০৭: বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান

টপিক ০১: সমাজজীবনে প্রভাব বিস্তারকারী প্রধান প্রধান উপাদান

This Topic is important for

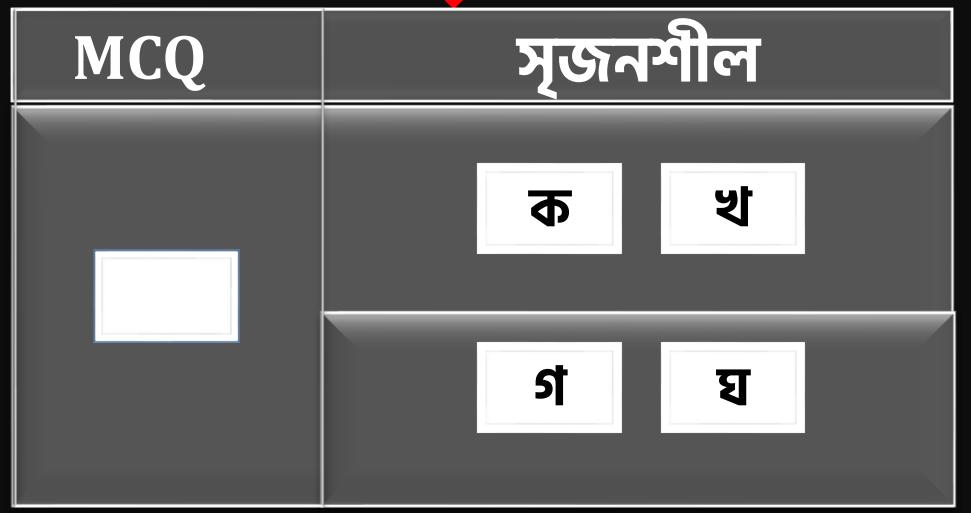

সমাজজীবনে প্রভাব বিস্তারকারী প্রধান প্রধান উপাদান

সমাজকে কেন্দ্র করে মানুষ জীবনের স্থায়িত্ব লাভ করে। মানবসমাজের সবকিছুই পরিবেশের প্রভাবে গড়ে ওঠে। মানুষ কোনো একটি পরিবেশের মাঝেই জন্মগ্রহণ করে। অর্থাৎ পরিবেশ ও মানবজীবন অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। সমাজবিজ্ঞানী ম্যাকাইভার বলেন, "পরিবেশের বিভিন্ন উপাদানের সামগ্রিক প্রভাবে সর্বত্র মানবজীবন লালিত-পালিত ও প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠে; মানুষ কখনো কখনো পরিবেশের ওপর প্রভুত্ব করতে পারলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পরিবেশ তার ওপর প্রভুত্ব করে।" ম্যাকাইভারের এ উক্তি বিশ্লেষণ করে আমরা বলতে পারি, পরিবেশ একদিকে মানবজীবনকে গড়ে তোলে, অন্যদিকে মানবজীবনে কোনো পরিবর্তন হলে তা পরিবেশের ওপর প্রভাব বিস্তার করে। একদিকে মানুষ পরিবেশের চাহিদা অনুসারে জীবন গঠনের চেষ্টা করে; অন্যদিকে জীবনযাত্রার প্রয়োজনে পরিবেশকে নতুনভাবে গড়ে তুলতে চেষ্টা করে। বস্তুত মানবজীবনের বা সমাজজীবনের বিভিন্ন দিকের ওপর পরিবেশ সুস্পষ্টভাবে প্রভাব বিস্তার করে। এ অধ্যায়ে সমাজজীবনে প্রভাব বিস্তারকারী পরিবেশের বিভিন্ন উপাদান সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

সমাজজীবনে প্রভাব বিস্তারকারী প্রধান প্রধান উপাদান

মন্টেস্কু (১৬৮৯-১৭৫৫ খ্রি.)

সমাজজীবনে প্রভাব বিস্তারকারী প্রধান প্রধান উপাদান

পশ্চিমা সমাজবিজ্ঞানীদের মতে সমাজ চারটি মৌল উপাদান (Basic factors) দ্বারা প্রভাবিত হয়। সমাজবিজ্ঞানের নানা পুস্তকে নানাভাবে ওই চারটি উপাদান সম্পর্কে বলা হয়েছে এবং নানা ধরনের Terminology ব্যবহার করা হয়েছে।

সমাজজীবনে প্রভাব বিস্তারকারী চারটি মৌল উপাদান হলো-

১. ভৌগোলিক বা প্রাকৃতিক উপাদান (Geographical factor);

২. উৎপাদন পদ্ধতি বা সংস্কৃতি সংক্রান্ত উপাদান (Technique or culturul factor);

৩. জৈবিক বা বংশগতিসূচক উপাদান (Biological or hereditary factor);

৪. গোষ্ঠী তথা সামাজিক উপাদান (Group or social factor) ।

সমাজজীবনে প্রভাব বিস্তারকারী প্রধান প্রধান উপাদান

এ চারটি উপাদানের মধ্যে তিনটি হচ্ছে সমাজের বাহ্যিক উপাদান এবং একটি সমাজের অভ্যন্তরীণ উপাদান। সমাজজীবনের ওপর প্রভাব বিস্তারকারী বাহ্যিক উপাদানগুলো হচ্ছে ভৌগোলিক বা প্রাকৃতিক উপাদান, উৎপাদন পদ্ধতি বা সাংস্কৃতিক উপাদান, জৈবিক বা বংশগতিসূচক উপাদান এবং অভ্যন্তরীণ উপাদান হচ্ছে গোষ্ঠী তথা সামাজিক উপাদান। মূলত এগুলোর সমন্বিত প্রয়াসেই সমাজজীবন সুচারুভাবে চালিত হয় এবং নিয়ন্ত্রিত হয়। নিচে একটি ছকের সাহায্যে মৌল উপাদানগুলো দেখানো হলো-

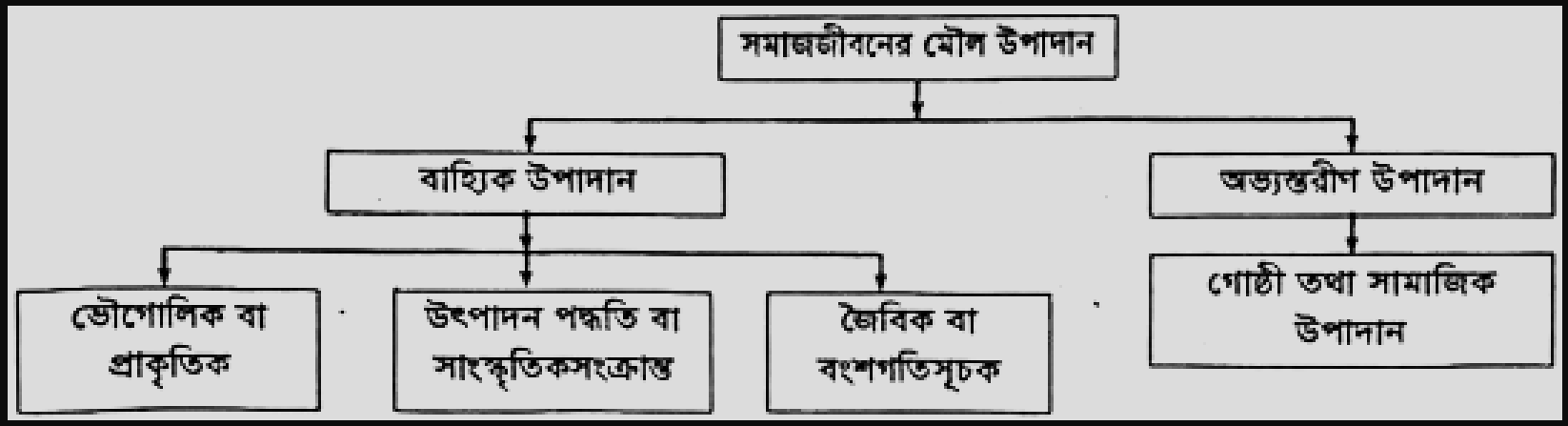

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

সমাজবিজ্ঞান ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৬ – সমাজজীবনে প্রভাব বিস্তারকারী উপাদান

টপিক – ০২ ভৌগলিক উপাদানের প্রভাব

টপিক ০২: ভৌগলিক উপাদানের প্রভাব

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

ভৌগলিক উপাদানের প্রভাব

মানুষ বিভিন্ন কলাকৌশল আবিষ্কারের মাধ্যমে প্রাণিজগতে শ্রেষ্ঠত্বের আসনে অধিষ্ঠিত হলেও প্রকৃতিকে আজও সে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেনি। সমাজবিজ্ঞানীদের মতে, প্রাকৃতিক অবস্থার অপর নাম ভৌগোলিক উপাদান। ভৌগোলিক পরিবেশ প্রতিনিয়ত ব্যক্তি ও সমাজজীবনের ওপর প্রভাব বিস্তার করছে। ভৌগোলিক পরিবেশ বলতে প্রাকৃতিক অবস্থা, জলবায়ু, আবহাওয়া, মাটির উর্বরতা, নদনদী, পাহাড়-পর্বত, বন-জঙ্গল ইত্যাদিকে বোঝায়। প্রাচীনকাল থেকেই সমাজবিজ্ঞানীরা মানবসমাজ গঠনে ভৌগোলিক পরিবেশের গুরুত্ব স্বীকার করে আসছেন। হান্টিংটন ও বাক্স মানবসভ্যতার উৎপত্তি ও বিকাশ বিশ্লেষণে ভৌগোলিক পরিবেশের প্রভাব সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করে সমাজচিন্তার ক্ষেত্রে এক যুগান্তকারী অবদান রেখেছেন। এজন্য সমাজবিজ্ঞানে তাদের ধ্যানধারণা ভৌগোলিক নিয়ন্ত্রণবাদ (Geographic Determinism) বলে পরিচিতি লাভ করে। বস্তুত সমাজতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে ভৌগোলিক মতবাদ এক বিশেষ স্থান দখল করে আছে।

ভৌগলিক উপাদানের প্রভাব

বিশিষ্ট সমাজতত্ত্ববিদ পিতিরিম সরোকিন (Pitirim A. Sorokin) ভৌগোলিক উপাদানের প্রসঙ্গে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন। তার মতে, ভৌগোলিক পরিবেশ হলো সেই সমস্ত মহাজাগতিক অবস্থা ও উপাদান, মানুষের উদ্যোগ ছাড়াই টিকে থাকে, যা মানুষের অস্তিত্ব ও উদ্যোগ ব্যতিরেকেই নিজের নিয়মে আপনা-আপনিই পরিবর্তিত হয়। তিনি আরও বলেন, "By geographical environment we mean all cosmic conditions and phenomena which exist independent of man's existence and activity, which are not created by man, and which change and very through their own spontaneity." অর্থাৎ ভৌগোলিক পরিবেশ বলতে যেসব মহাজাগতিক অবস্থা নির্দেশ করে যেগুলো মানুষের সৃষ্ট নয় এবং যা নিজের নিয়মেই স্বতঃস্ফূর্তভাবে পরিবর্তিত হয়।

ভৌগলিক উপাদানের প্রভাব

অধ্যাপক ম্যাকাইভার ও পেজ বলেছেন, "The geographical environment consists of those conditions that nature provides for man, includes the earth's surface with all its physical features and natural resources the distribution of land and water, mountains and plains, minerals, plants and animals, the climate and all the cosmic forces, graviational, electric, radiational that play upon the earth and affect the life of man." অর্থাৎ প্রকৃতিগতভাবে মানুষের জন্য যা কিছু নিয়োজিত রয়েছে তার সমন্বয়েই ভৌগোলিক পরিবেশ গঠিত। প্রাকৃতিক বিষয়বস্তুর মধ্যে রয়েছে পৃথিবীর উপরিভাগ, সব ধরনের বস্তুগত উপাদান, প্রাকৃতিক সম্পদ, জল-স্থলের বিভক্তি, পাহাড়-পর্বত, সমভূমি, খনিজ দ্রব্য, বৃক্ষরাজি, পশুপাখি, আবহাওয়া, মাধ্যাকর্ষণ শক্তি, তাপ ইত্যাদি। জৈব সামাজিক উপাদান এবং মানবসৃষ্ট কৃত্রিম পরিবেশ ছাড়া আর প্রায় সবকিছুই ভৌগোলিক বা প্রাকৃতিক পরিবেশের অন্তর্ভুক্ত।

অ্যারিস্টটলের মতে, অনুকূল ভৌগোলিক পরিবেশে প্রাচীনকালে গ্রিকরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব অগ্রগতি সাধন করেছিল।

এছাড়াও হিপোক্রেটিস, থুসিডিডেস, বাকল, এলানওয়ার্থ, হ্যান্টিংটন প্রমুখ মনীষী সমাজজীবনে ভৌগোলিক পরিবেশের প্রভাবকে বিশেষ মূল্য দেন।

ভৌগলিক উপাদানের প্রভাব

বাকল (Buckle) তার 'History of Civilization in England' নামক গ্রন্থে বলেছেন, মানুষের সভ্যতা ও সংস্কৃতি বিশেষভাবে ভৌগোলিক পরিবেশের ওপর নির্ভরশীল। মার্কিন ভূতত্ত্ববিদ হ্যান্টিংটন তার 'Climate and Civilization' গ্রন্থে বলেন, জলবায়ু মানুষের কার্যকলাপের ওপর প্রভাব ফেলে। তিনি আরও বলেন, অনুকূল ভৌগোলিক পরিবেশের প্রভাবেই উষ্ণ অঞ্চলে প্রাচীন সভ্যতাগুলোর বিকাশ ঘটেছিল। এসব অঞ্চলের আবহাওয়া ও জলবায়ু মানব বসতি ও খাদ্য উৎপাদনের অনুকূল ছিল, যার ফলে এসব অঞ্চলে প্রাচীন সভ্যতাগুলো গড়ে উঠেছিল। ফরাসি দার্শনিক মন্টেস্কুর মতে, মানুষের দৈহিক ও মানসিক গুণাবলির বিকাশে ভৌগোলিক পরিবেশের প্রভাব অনস্বীকার্য।

সমাজজীবনে ভৌগোলিক পরিবেশের সুস্পষ্ট প্রভাবকে প্রথম তুলে ধরেন Buckle তার 'The History of Civilization in England' গ্রন্থে।

বিশিষ্ট সমাজবিজ্ঞানী Willis and Willey-এর মতে, ভৌগোলিক পরিবেশের সূতিকাগারই মানুষের কর্মপ্রতিভা বিকাশের সর্বোত্তম ক্ষেত্র। কারণ সেখানে সে নিজ ভাগ্যকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা আয়ত্ত করে।

Charles Darwin (চার্লস ডারউইন) তার 'Origin of Species' গ্রন্থে বলেন, পরিবেশের সাথে জীবজগতের পরিবর্তনের ফলে মানবজীবনের পরিবর্তন ঘটেছে।

ভৌগলিক উপাদানের প্রভাব

প্রাচীন গ্রিক ও রোমান দার্শনিকরাও সমাজজীবনে ভৌগোলিক প্রভাবের কথা বলেছেন। তবে ফরাসি সমাজচিন্তাবিদ মন্টেস্কু যত গুরুত্বসহকারে ভৌগোলিক পরিবেশের প্রভাবের কথা আলোচনা করেছেন তার আগে অন্য কেউ সে রকম করেননি। ভৌগোলিক প্রভাবের ধরন-প্রকৃতির কয়েকটি সূত্র দাঁড় করানো যেতে পারে। যেমন-

ভৌগোলিক উপাদানের প্রভাব প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয়ই হতে পারে। সমাজজীবনের কতিপয় দিক যেমন ঘরবাড়ি, পোশাক-পরিচ্ছদ ইত্যাদির ওপর ভৌগোলিক পরিবেশের প্রভাব প্রত্যক্ষ। অপরপক্ষে, কতিপয় ক্ষেত্রে যেমন বিজ্ঞান, তথ্যপ্রযুক্তি ইত্যাদির ওপর এ প্রভাব পরোক্ষ।

সমাজজীবনের কতিপয় ক্ষেত্রে ভৌগোলিক প্রভাব বেশ নিবিড়। আবার কতিপয় ক্ষেত্রে এ প্রভাব নিবিড় নয়। যেমন- বাসগৃহ, শস্য উৎপাদন ইত্যাদির ওপর ভৌগোলিক প্রভাব নিবিড়। অন্যদিকে সামাজিক ও রাজনৈতিক সংগঠন, ধর্মীয় বিশ্বাস ইত্যাদির ওপর ভৌগোলিক প্রভাব নিবিড় নয়।

অভৌগোলিক কৌশলের সাহায্যে ভৌগোলিক প্রভাবকে নিষ্ক্রিয় করে দেওয়া যেতে পারে। যেমন- বিজ্ঞানের কলাকৌশল ব্যবহার করে মানুষ প্রকৃতিকে জয় করতে সচেষ্ট। এছাড়া এককালের মরূদ্যানে কৃত্রিম জলসেচের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন সম্ভব হচ্ছে।

ভৌগলিক উপাদানের প্রভাব

ভৌগোলিক পরিবেশের অতি সাধারণ কিছুও সমাজজীবনকে প্রভাবিত করে। সমাজজীবন ভৌগোলিক পরিবেশের অন্যতম ফসল। ভৌগোলিক পরিবেশের তীব্র তারতম্য মানবসমাজকে অবশ্যই প্রভাবিত করে। সে কথা আমরা সকলেই অনুধাবন করতে পারি। কিন্তু সময় সময় দেখা যায়, ভৌগোলিক পরিবেশের অতি সাধারণ কিছুও সমাজজীবনকে প্রভূতভাবে প্রভাবিত করতে পারে। আদিম সমাজে কোনো গোষ্ঠী হয়তো বন্য গরু কিংবা ঘোড়াকে গৃহপালিত পশুতে পরিণত করতে সক্ষম হয় এবং তার ফলে এটিকে কৃষিকাজ ও বহনের জন্য ব্যবহার করে সভ্যতার ক্ষেত্রে অগ্রসর হতে পেরেছে। আবার কোনো আদিম মানবগোষ্ঠী তাদের প্রাকৃতিক পরিবেশ এ ধরনের কোনো জন্তু-জানোয়ারের সন্ধান না পাওয়াতে মানব শ্রমের সাহায্যে সমাজের প্রয়োজনীয় সব কাজ (কৃষি, মালবহন ইত্যাদি) সমাধা করছে। ফলে সে সমাজে সভ্যতার বিচারে পশ্চাৎপদ থেকে গেছে। অনেক ক্ষেত্রে এ রকমের মানবগোষ্ঠী জীবন সংগ্রামে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।

ভৌগলিক উপাদানের প্রভাব

সমাজজীবনকে ভৌগোলিক উপাদান যেসব ক্ষেত্রে প্রভাবিত করে থাকে সেগুলো নিচে আলোচনা করা হলো-

মানবসভ্যতা: মানবসভ্যতার অগ্রগতির মূলে রয়েছে ভৌগোলিক প্রভাব। নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চল মানবসভ্যতা বিকাশে অধিক উপযোগী। অত্যধিক হিমেল বা শীত অঞ্চলে মানুষ সভ্যতা গড়ে তুলতে পারে না। এস্কিমোদের সমাজ দেখেই তা বোঝা যায়। হিমালয় ভারতীয় উপমহাদেশের উত্তরে দাঁড়িয়ে থেকে যুগ যুগ ধরে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে এ মানবগোষ্ঠীকে এশিয়ার অন্যান্য অঞ্চলের লোকদের থেকে। আবার খাইবার, বোলান, গোলান পাস যুক্ত করেছে এ মহাদেশকে বাকি এশিয়ার সাথে। ওই উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত গিরিপথ দিয়ে এসেছে একের পর এক করে ভারত আক্রমণের পালা। এভাবে হয়েছে এদেশের মানুষের সাথে অন্য মানুষের স্রোতধারার মিলন। তাতে হয়েছে এদেশের সভ্যতা পরিপুষ্ট।

ভৌগলিক উপাদানের প্রভাব

বেলুচিস্তানে 'ব্রাহুই' (Brahui) নামে এক আদিম আদিবাসীদের সন্ধান পাওয়া গেছে। তাদের ভাষা গবেষণা করে দেখা গেছে, সে ভাষা অতি আদিম। ভাষাতত্ত্ববিদ ও ঐতিহাসিকগণ বলেন, যদিও ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত এলাকা দিয়েই বহিরাক্রমণ হয়েছে। ব্রাহুই উপজাতি পাহাড়বেষ্টিত হয়ে আলাদা থাকতে সভ্যতার মাপকাঠিতে এত অনগ্রসর থেকে গেছে। অনুরূপ ভারতীয় মহাসাগরের আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ অন্য কারণে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকতে সেখানকার আদিম আদিবাসীরা সভ্যতার মাপকাঠিতে বহু পশ্চাতে থেকে গেছে।

আবার আমরা দেখতে পাই, ইংলিশ চ্যানেল ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জকে ইউরোপ থেকে আলাদা করে রাখতে ইংরেজরা ইউরোপীয় রাজনীতি ও যুদ্ধবিগ্রহের সংস্পর্শ হতে দূরে থেকে নিজেদের সভ্যতা গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছে। আবার ইংলিশ চ্যানেল থাকার জন্যই প্রয়োজনীয় দূরত্ব রাখাও সম্ভব হয়েছে।

ভৌগলিক উপাদানের প্রভাব

পেশা: জনসাধারণের পেশা ভৌগোলিক প্রভাবে নির্ধারিত হয়। এজন্য পেশা সমাজজীবনকে প্রভাবিত করে। ভূগোল শাস্ত্রে আর্থিক ভূগোল (Economic Geography) বলে যে শাখা আছে তাতে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের আর্থিক প্রাধান্যের দিক আলোচনা করা হয়েছে। ভৌগোলিক কারণে বাংলাদেশ পাট উৎপাদনের জন্য বিখ্যাত। শীতলক্ষ্যার উপকূলে ডেমরা অঞ্চলে তাঁত শিল্প গড়ে উঠেছে। বিশেষজ্ঞদের অভিমত হলো যে, শীতলক্ষ্যার পানির প্রভাবে এ অঞ্চলের আবহাওয়া তাঁত-সুতার নমনীয়তা বাড়িয়ে দেয়। ফলে তাঁতিদের সুতিবস্ত্র বয়নে সুবিধা হয়। আগ্রাকে কেন্দ্র করে মার্বেল শিল্প গড়ে উঠেছে। কারণ কাছেই জব্বলপুরের মার্বেল এবং মুঘল যুগ থেকে মার্বেল শিল্প। বাংলাদেশের সিলেটে ও আসামে গড়ে উঠেছে চা শিল্প। কারণ এ অঞ্চলে ছোট ছোট পাহাড়। তদুপরি এখানে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। চা গাছের জন্য দরকার প্রচুর বৃষ্টি আবার সে বৃষ্টির পানি জমে থাকতে পারবে না। এভাবে নানা উদাহরণ দেওয়া যায়, ভৌগোলিক প্রভাব কী করে মানুষের উপজীবিকাকে নির্ধারিত করে। আমরা এখানে 'শান্তিপুর' নামক বাংলাদেশের একটি গ্রামের উদাহরণ দিচ্ছি। সেখানে প্রধানত নিচের উপজীবিকা লোকেরা বাস করে-

ভৌগলিক উপাদানের প্রভাব

১. চাষি ২. সুতার ৩. কুমার ৪. কাঠুরে ৫. জেলে	৬. শ্রমজীবী ৭. ছোটখাটো ব্যবসায়ী ৮. ভূমির মালিক, যারা চাষি নয় ৯. চাকরিজীবী

ভৌগলিক উপাদানের প্রভাব

মোটকথা, উপজীবিকা সমাজজীবনকে প্রভূতভাবে প্রভাবিত করে। যেমন-

ব্যক্তির কর্মদক্ষতা ও আচরণ ভৌগোলিক পরিবেশ ব্যক্তির কর্মদক্ষতা ও আচরণকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে থাকে। আর এর প্রধান কারণ হচ্ছে তাপমাত্রা। মানব প্রকৃতি ও দক্ষতার ওপর তাপমাত্রা বিশেষ প্রভাব রাখে। হান্টিংটনের গবেষণায় লক্ষণীয় যে, ৪০০ ফারেনহাইট তাপমাত্রায় মানসিক কর্মদক্ষতা ও বুদ্ধিমত্তা সবচেয়ে বেশি দেখা যায়। ভৌগোলিক পরিবেশ মানুষের চিন্তাভাবনা, কাজকর্ম, আচার-আচরণকেও নিয়ন্ত্রণ করে। যেমন- শীতপ্রধান অঞ্চলের মানুষ দৈহিক দিক থেকে শক্তিশালী, কর্মক্ষম ও সাহসী হয়ে থাকে। আর উষ্ণ তথা গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলের মানুষ হয় দুর্বল, ভীরু, কর্মবিমুখ ও অলস। প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে না পারার অর্থ নিশ্চিত মৃত্যু। কাজেই প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান বা অভ্যস্ত হতে পারলে মানুষের পক্ষে টিকে থাকাই অসম্ভব। নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চল মানুষের বসবাসের উপযোগী।

শিল্প-সাহিত্য ও সংস্কৃতি: ভৌগোলিক পরিবেশনির্ভর আর্থসামাজিক অবস্থাই সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের রূপরেখা তৈরি করে। জীবনানন্দ দাশ তার 'রূপসী বাংলা' কবিতায় প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের কথা তুলে ধরেছে যা সাহিত্যের বহিঃপ্রকাশ। মূলত শিল্প সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ভৌগোলিক পরিবেশের প্রভাব লক্ষণীয়।

ভৌগলিক উপাদানের প্রভাব

রাজনীতি ও প্রশাসন: রাজনীতি ও প্রশাসনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভৌগোলিক প্রভাব লক্ষ করা যায়। ফরাসি সমাজচিন্তাবিদ মন্টেস্কু বলেছেন, পার্বত্যভূমি স্বাধীনতার অনুকূলে। প্রাচ্যের সমতল ও উষ্ণ অঞ্চল একনায়কত্ব ও স্বৈরাচারী শাসনের সহায়ক। ফরাসি বিপ্লবের অন্যতম দার্শনিক রুশো বলেন, "Liberty is not the fruit of all climes." অর্থাৎ স্বাধীনতা সকল আবহাওয়ার ফসল নয়। সেচ ব্যবস্থাভিত্তিক কৃষি অর্থনীতিকে কেন্দ্র করে প্রাচীনকালের প্রাচ্য সভ্যতার দেশসমূহে গড়ে উঠেছে কেন্দ্রীয় আমলাতন্ত্র। অন্যদিকে, পাশ্চাত্যে সামন্তপ্রভুর ভূমিতে ব্যক্তিমালিকানা স্বীকৃত থাকায় সেখানে পুঁজিবাদের বিকাশ সহজতর হয়েছে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের উপরিউক্ত পার্থক্যকে আবার অনেকে প্রাচ্যে স্বৈরতন্ত্র ও পাশ্চাত্যে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রেক্ষাপট বলেও চিহ্নিত করতে চান। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সমাজ বিকাশের ক্ষেত্রে ধর্মের আপেক্ষিক ভূমিকার মূলেও রয়েছে ভৌগোলিক উপাদান। এছাড়া ভৌগোলিক কারণে কোনো এলাকা দুর্গম হলে সেখানে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী সহজে পৌছতে পারে না।

ভৌগলিক উপাদানের প্রভাব

অপরাধপ্রবণতা: ভৌগোলিক পরিবেশের প্রভাব একটি দেশের অপরাধপ্রবণতার ওপর অত্যন্ত ক্রিয়াশীল। অপরাধবিজ্ঞানী লম্ব্রোসো অপরাধের কারণ খুঁজতে গিয়ে প্রাকৃতিক পরিবেশকে বেশি দায়ী করেন। তার মতে, 'ব্যক্তির বিরুদ্ধে অপরাধ সমতলভূমিতে সর্বনিম্ন এবং পাহাড়ি অঞ্চলে কিঞ্চিত বেশি এবং পার্বত্য অঞ্চলে সর্বোচ্চ। প্রায় প্রত্যেক পার্বত্য অঞ্চল সম্পর্কেই একথা প্রযোজ্য। বাংলাদেশের নোয়াখালী, বরিশাল, ভোলা ইত্যাদি জেলার চর অঞ্চলের লোকেরা খুবই দুর্ধর্ষ হয়। তাই এ সকল এলাকায় বিশেষ করে জমিজমা ও চাষাবাদ নিয়ে ঝগড়া-বিবাদ মারাত্মক খুন-খারাবিতে পর্যবসিত হয়।

এসব এলাকায় সহজে পুলিশ বাহিনী প্রবেশ করতে পারে না। আবার আরবের ঊষর মরুভূমি অঞ্চল বহিঃশত্রু দ্বারা কোনোদিনই তেমন আক্রান্ত হয়নি। অথচ আরবের উত্তর দিকে অবস্থিত উর্বর অর্ধ-চন্দ্রাকৃতি (Fertile crescent) অঞ্চল বরাবরই এটির যাযাবর জনগোষ্ঠীর হামলার সম্মুখীন হয়েছে। এ কারণে সুন্দরবন এলাকায় জলদস্যুদের আস্তানা লক্ষ করা যায়। তাছাড়া পৃথিবীর কৃষিপ্রধান এলাকায় সর্বপ্রথম শক্তিশালী অভিজাত শ্রেণি গড়ে উঠেছে। এর ফলে সামাজিক স্তরবিন্যাসের কঠোরতার মাধ্যমে মানুষে মানুষে দূরত্ব বেড়েছে। অন্যদিকে আবার দেখা যায়, বাণিজ্যকেন্দ্রগুলো গণতন্ত্রের সহায়ক বিধায় সেখানে সামাজিক স্তরবিভাগ থাকলেও তা কৃষিপ্রধান অঞ্চলের ন্যায় এতটা স্থবির নয়। সম্ভবত সে কারণে ইউরোপের বাণিজ্যপ্রধান শহরগুলোকে কেন্দ্র করে গণতন্ত্র গড়ে উঠেছিল।

ভৌগলিক উপাদানের প্রভাব

কৃষি ও শিল্প: কৃষি ও শিল্পের ওপর ভৌগোলিক প্রভাব অনস্বীকার্য। জীবন ও জীবিকার জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো অর্থনীতি। আর আমাদের অর্থনীতি কৃষি ও শিল্পের ওপর ব্যাপকভাবে নির্ভরশীল। ফসল উৎপাদনের জন্য প্রয়োজন উপযোগী জলবায়ু, আবহাওয়া তথা পরিমিত বৃষ্টিপাত এবং তাপ, আলো। একেক অঞ্চলে একেক ফসল ভালো জন্মে।

যেমন- বাংলাদেশের আবহাওয়া ও জলবায়ু পাট চাষের অনুকূল। তাই বাংলাদেশ পাট উৎপাদনে বিখ্যাত। নিম্নভূমি অঞ্চলে আমন ধানের চাষ সম্ভব, ইক্ষুর জন্য প্রয়োজন অপেক্ষাকৃত উঁচু ভূমি। এবার শিল্পের কথায় আসা যাক। ঢাকার ডেমরা অঞ্চলে তাঁতিদের বাস এবং এখানেই বিখ্যাত ঢাকাই শাড়ি তৈরি হয়। অঞ্চলটি নদীবহুল এবং আবহাওয়া ওই কুটির শিল্প গড়ে ওঠার অনুকূল। মুর্শিদাবাদ ও রাজশাহীকে কেন্দ্র করে রেশমি শাড়ি শিল্প গড়ে উঠেছে। কারণ ওই অঞ্চলে তুঁত গাছে রেশমি কীট জন্মাতে পারে। আবহাওয়াও রেশমি কীট জন্মানোর অনুকূলে। কৃষ্ণনগরের মাটির পুতুল বঙ্গবিখ্যাত। বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন ধরনের গৃহশিল্প দেখা যায়। যেমন- নোয়াখালী অঞ্চল নারকেলের পিঠার জন্য বিখ্যাত। ফরিদপুর অঞ্চলের খেজুরের গুড়ের পিঠা, মুক্তাগাছার মণ্ডা, টাঙ্গাইলের চমচম, মানিকগঞ্জের ঝিটকার হাজারি গুড়, নেত্রকোনার বালিশ মিষ্টি ইত্যাদির খ্যাতির জন্য ভৌগোলিক কারণের সাথে ঐতিহ্য জড়িত।

ভৌগলিক উপাদানের প্রভাব

পোশাক পরিচ্ছদের ওপর প্রভাব: পোশাক পরিচ্ছদের ওপর ভৌগোলিক পরিবেশ গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলে যা নির্দিষ্ট অঞ্চলের মানুষের পোশাক পরিচ্ছদ দেখলেই স্পষ্ট বোঝা যায়। শীতপ্রধান অঞ্চলে মোটা ভারি পোশাক এবং গরম প্রধান অঞ্চলে হালকা সুতি পোশাক যার উদাহরণ।

চিত্তবিনোদন: ভৌগোলিক ও সামাজিক পরিবেশের ফলেই বাঙালি সমাজে 'আড্ডা' এক বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। বাংলাদেশের ভৌগোলিক পরিবেশ ও আবহাওয়ার ফলে নানা ধরনের Indoor games গড়ে উঠেছে। বাইরে হয় প্রখর রৌদ্র বা অবিরাম ধারায় বৃষ্টিপাত। এ দুই কারণ হলো এসব খেলাধুলা গড়ে ওঠার মূলে। দাবা-পাশা, মুঘল-পাঠান, বাঘ-বন্দি এ ধরনের ঘরে বসে হাজারো খেলা গড়ে উঠেছে যুগ যুগ ধরে। বাঙালিদের দুপুর বেলা ঘুমানো (Siesta) একটি বহু যুগের রীতি। আমরা যে ভাত খাই ও যে আবহাওয়াতে বাস করি তাতে এ ধরনের দুপুরে ঘুমানো প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

যোগাযোগ ও যাতায়াত ব্যবস্থা: যোগাযোগ ও যাতায়াত ব্যবস্থার ক্ষেত্রে ভৌগোলিক উপাদান তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রাখে। নদীমাতৃক বাংলাদেশের নিম্নাঞ্চলে নৌকা, লঞ্চ ও স্টিমার চলাচল এবং উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে বাস, ট্রেন চলাচল এবং গরু ও মহিষের গাড়ির ব্যবহার ইত্যাদি ভৌগোলিক পরিবেশরই ফলস্বরূপ।

ভৌগলিক উপাদানের প্রভাব

দর্শন: মানুষের নীতিবোধের ওপর যুগে যুগে ভৌগোলিক প্রভাব দেখা যায়। ভারতীয় হিন্দুরা গো-মাতার পূজা করে। এজন্য গো-হত্যা একটি অতি জঘন্য পাপ।

প্রাচীন ভারতের কৃষি সভ্যতায় গরুর প্রয়োজন সর্বাধিক। কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থার অন্যতম হাতিয়ার গরু। তাই গরুকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে ভারতীয় নীতিধর্ম। আরবের মরুতে অতিথিপরায়ণতা একটি বিশেষ নীতিধর্ম। আরব দেশে মানুষের পক্ষে পরিভ্রমণ করা বড়ই কষ্টসাধ্য। সেজন্য সেখানে এ ধরনের নীতিধর্ম গড়ে উঠেছে।

নীতিবোধের শ্রেষ্ঠতার জন্য গ্রিক দার্শনিক প্লেটোকে দর্শন শাস্ত্রের Idealistic দার্শনিকদের শীর্ষে স্থান দেওয়া হয়। কিন্তু প্লেটো ও অ্যারিস্টটল নীতিগতভাবে গ্রিক সমাজের জন্য দাসত্ব ব্যবস্থার পক্ষে যুক্তি দিয়েছেন। প্লেটো ও অ্যারিস্টটলের চিন্তাধারা বস্তুত পরিবেশ দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল।

আমেরিকার গৃহযুদ্ধের সময় দেখা যায়, দক্ষিণের কৃষিপ্রধান রাজ্যগুলো যেখানে নিগ্রো দাসদের দিয়ে কৃষিকাজ চালানো হতো তারা ছিল দাস ব্যবস্থার পক্ষে। আর উত্তরের রাজ্যগুলো, যেখানে কলকারখানা চালাতে হলে 'স্বাধীন শ্রমিক' এর দরকার তারা হলো দাস ব্যবস্থার বিপক্ষে।

ভৌগলিক উপাদানের প্রভাব

এভাবে ভৌগোলিক প্রভাব যে নানাভাবে সমাজকে প্রভাবিত করে তা দেখতে পারি। তবে ভৌগোলিক প্রভাবকে অন্যান্য প্রভাব থেকে আলাদা করে দেখা দুষ্কর। যেমন অর্থনৈতিক প্রভাব। কোনো এলাকার আর্থিক কাঠামো অনেক সময়ই ভৌগোলিক উপাদানের ওপর নির্ভরশীল। অতএব, যারা সমাজ বিশ্লেষণে আর্থিক উপাদানের ওপর জোর দেন তারা প্রকৃতপক্ষে ভৌগোলিক প্রভাবের কথা বলেছেন। অনুরূপ অন্য উপাদানসমূহের ওপর যে ভৌগোলিক প্রভাবও কাজ করেছে সে কথা বলা যায়।

সমাজজীবনে ভৌগোলিক প্রভাবের আপেক্ষিক গুরুত্বের কথা বলতে গিয়ে হায়েস (Hayes) বলেছেন, "The relative importance of geographical causes diminishes as civilization advances while the technique and social factors steadily increase in importance." (ভৌগোলিক কারণসমূহের আপেক্ষিক গুরুত্ব সভ্যতার প্রগতির সাথে সাথে কমে আসে এবং উৎপাদন হাতিয়ার ও সামাজিক উপাদানসমূহের প্রাধান্য বাড়াতে থাকে।)

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

সমাজবিজ্ঞান ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৬ – সমাজজীবনে প্রভাব বিস্তারকারী উপাদান

টপিক – ০৩ সমাজজীবনে বংশগতির প্রভাব

টপিক ০৩: সমাজজীবনে বংশগতির প্রভাব

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

সমাজজীবনে বংশগতির প্রভাব

সমাজ ও সভ্যতার ওপর বংশগতির প্রভাব অনুধাবন করতে হলে জৈবিক নিয়ন্ত্রণবাদ সম্পর্কে বিশেষ ধারণা থাকা আবশ্যক। জৈবিক নিয়ন্ত্রণবাদ বর্ণবাদের সাথে যুক্ত হওয়ার কারণে একে আজকাল আর বিজ্ঞানসম্মত ধারণা হিসেবে স্বীকার করা হয় না। তবু একথা সত্য যে, সমাজ ও সভ্যতার বিকাশের পিছনে মানুষের বংশগতির প্রভাব সামান্য হলেও বিদ্যমান। জৈবিক নিয়ন্ত্রণবাদে যারা বিশ্বাসী তাদের মতে উৎকৃষ্ট জৈবিক বৈশিষ্ট্যাবলি মানবসভ্যতার বিকাশ ও অগ্রগতির ক্ষেত্রে অনুকূল ভূমিকা পালন করে। জৈবিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে উৎকৃষ্ট গুণাবলির অভাব ঘটলে সভ্যতার পতন অবশ্যম্ভাবী।

বংশগতি একটি জৈবিক প্রক্রিয়া। মানুষের দেহের গঠন, প্রকৃতি ও তার স্বভাব চরিত্র এক জৈব প্রক্রিয়ার ভেতর দিয়েই সৃষ্টি হয়। যে জৈবিক প্রক্রিয়ায় পূর্বপুরুষের কিছু দৈহিক ও মানসিক বৈশিষ্ট্য উত্তরাধিকার সূত্রে পরবর্তী বংশে সন্তান-সন্ততির মধ্যে সঞ্চালিত হয় তাকে বংশগতি বলে।

সমাজজীবনে বংশগতির প্রভাব

অধ্যাপক বিদ্যাভূষণ ও সচদেব বলেন, "The biological or psychological characteristics which are trammitted by the percents to their offspring's are known by the name of heredity. Heredity is, in other words, a biological process of transmission of certain traits of behaviour of parents to their children, by means of fertilized egg." অর্থাৎ বংশগতি হচ্ছে মানুষের দৈহিক বা মানসিক বৈশিষ্ট্যসমূহ যা বাবা-মায়ের মাধ্যমে তাদের সন্তান-সন্ততির মাঝে সঞ্চালিত হয়। এক কথায় বংশগতি হচ্ছে বাবা-মায়ের কিছু আচরণগত বৈশিষ্ট্য তাদের সন্তান-সন্ততির মাঝে সঞ্চালনের একটি জৈবিক প্রক্রিয়া, যা সম্পন্ন হয়ে থাকে উর্বর ডিম্বাশয়ের মাধ্যমে। অন্যভাবে 'বংশগতি' বলতে মানুষের দৈহিক বা মানসিক গুণাবলির সমন্বিত ক্ষমতাকে বোঝায়। যে ক্ষমতার পরিপূর্ণ বিকাশের মাধ্যমে মানুষ প্রকৃতির ওপর প্রভুত্ব বিস্তার করছে। মানুষের বংশগত বৈশিষ্ট্য এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মে বিস্তার লাভ করে। সাধারণত বংশগত সূত্রে যেসব বৈশিষ্ট্য সন্তানদের মধ্যে উত্তরাধিকার সূত্রে বর্তায় তা হলো লিঙ্গ (স্ত্রী-পুরুষ), চোখ, চুল, গায়ের রং, চুলের ধরন এবং শরীরের বিভিন্ন স্থানে তার বণ্টন, আঙুলের ছাপ, হাত-পায়ের ধরন ও গঠন, দেহের গড়ন, রক্তের রাসায়নিক গঠনপ্রকৃতি, রক্তের গ্রুপ, জ্ঞান ও দক্ষতা, মস্তিষ্কের পারদর্শিতা, রোগব্যাধি, রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা ইত্যাদি।

সমাজজীবনে বংশগতির প্রভাব

অ্যারিস্টটলের মতে, "জন্মগতভাবেই কেউবা দাস এবং কেউবা মনিব। দাস ছাড়া মনিব এবং মনিব ছাড়া দাস কল্পনাই করা যায় না।“ সমাজবিজ্ঞানী আর. এম. ম্যাকাইভার এবং পেজ-এর মতে, 'Heredity the germ cellscontains all the potentialities of life, but all its actualities are evoked within and under the conditions of environment' অর্থাৎ বংশগতির মধ্যেই জীবনের সকল সুপ্ত শক্তি নিহিত থাকে। কিন্তু এ সুপ্ত শক্তির বিকাশ সম্ভব হয় পরিবেশের মাঝে এবং পরিবেশের সহায়তায়।

আবার অনেকের মতে, দৈহিক স্বাস্থ্য ও শক্তির প্রতিভা প্রত্যক্ষভাবে বংশগতির ওপর নির্ভরশীল। অপরদিকে, মানুষের চিন্তাচেতনা, ধ্যানধারণা সামাজিক গুণাবলির আচার-বিশ্বাস ইত্যাদি পরিবেশের দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে প্রভাবিত হয়।

গ্যালটন, পিয়ারসন, ম্যাকডুগাল প্রমুখ চিন্তাবিদরা বংশগতির ওপর বেশি গুরুত্ব আরোপ করেছেন। পক্ষান্তরে, বাক্স, মন্টেস্কু, হান্টিংটন, ওয়াটসন প্রমুখ সমাজচিন্তাবিদ ভৌগোলিক পরিবেশের প্রভাবকে অধিকতর মূল্য দিয়েছেন। এদের ভেতর কেউ কেউ বলেন, দৈহিক স্বাস্থ্য ও ব্যক্তিবিশেষের প্রতিভা প্রত্যক্ষভাবে বংশগতির ওপর নির্ভরশীল। অন্যদিকে, কেউ কেউ মনে করেন, পরিবেশ মানুষের সামাজিক গুণাবলি, আচার, বিশ্বাস ও ধ্যানধারণার বিকাশে প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য করে।

সমাজজীবনে বংশগতির প্রভাব

গ্যাস্টন তার 'Heredity Gentas' গ্রন্থে বলেন, 'পিতা-মাতা উন্নত বুদ্ধিমত্তার অধিকারী হলে সে ক্ষেত্রে সন্তান-সন্ততির প্রতিভাসম্পন্ন হবার সুযোগ বেশি।' অর্থাৎ, তিনি বোঝাতে চেয়েছেন যে, প্রতিভা এবং দক্ষতা বংশগতিসূত্রে প্রাপ্ত।

লাপোজ (Lapouge) বলেন, নৃগোষ্ঠী যদি নিকৃষ্ট গুণের অধিকারী হয় তবে শিক্ষা বা অনুকূল পরিবেশ তার মধ্যে তেমন আশাব্যঞ্জক পরিবর্তন আনতে পারে না। জন্মগতভাবে নির্বোধ ব্যক্তিকে শিক্ষিত করে তোলা সম্ভব নয়। তিনি বলেন, নানা কারণে উৎকৃষ্ট নৃগোষ্ঠীর লোকের সংখ্যা কমে যাচ্ছে। এতে রক্তের উৎকৃষ্ট জৈবিক বা রাসায়নিক বৈশিষ্ট্য লোপ পাচ্ছে। এ কারণেই অনেক সভ্যতা অতীতে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে এবং আধুনিক অনেক সভ্যতাই এ কারণে ধ্বংসের সম্মুখীন। যুদ্ধ ও রাজনৈতিক কারণে অনেক উৎকৃষ্ট লোক বিচারের প্রহসনে আজীবন কারাগারে কাটায়। ক্যাথলিক ধর্মীয় যাজকেরা বিবাহ না করায় তাদের বংশবৃদ্ধি পায় না। এভাবে উৎকৃষ্ট নৃগোষ্ঠীর লোকের সংখ্যা কমে আসছে বিধায় সভ্যতা ধ্বংসের সম্মুখীন হচ্ছে। উল্লেখ্য, বর্ণবাদীদের এসব বক্তব্য পুরাপুরি গ্রহণযোগ্য নয়। কার্ল পিয়ারসন (Karl Pearson) বলেন, দৈহিক ও মনস্তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য উত্তরাধিকার সূত্রেই বর্তিয়ে থাকে। মূলত তিনিও গ্যাল্টনের সাথে একমত। পিয়ারসন মনে করেন, মানবজাতির বিকাশে জৈবিক উপাদানই প্রভাবশালী ভূমিকা পালন করে। জৈবিক উপাদানই কোনো জাতির উত্থান-পতনের জন্য দায়ী।

সমাজজীবনে বংশগতির প্রভাব

বর্ণবাদী নৃবিজ্ঞানী গবিনের মতে, 'সমাজ ও সভ্যতার উন্নতি ও অবনতির মূলে নৃগোষ্ঠীগত উপাদানই দায়ী।' সরোকিন বলেন, 'একই সমাজের মানুষের মধ্যে জন্মসূত্রে দৈহিক ও মানসিক পার্থক্য বিদ্যমান। তার মতে, উচ্চ শ্রেণির লোকদের সন্তানদের বুদ্ধিমত্তা (IQ) নিম্নশ্রেণির লোকদের চেয়ে অনেক বেশি।

এ সম্পর্কে জীববিজ্ঞানী, মনোবিজ্ঞানী, পরিসংখ্যানবিদ, সমাজবিজ্ঞানী এবং আরও অনেকে গবেষণা করেছেন। নিয়ন্ত্রণাধীন পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে পরিবেশ ও বংশগতির আপেক্ষিক গুরুত্ব পরিমাপের প্রচেষ্টা করা হয়েছে। সমাজ মনোবিজ্ঞানীরা ব্যক্তিত্ব গঠনের ক্ষেত্রে বংশগত উপাদানের ভূমিকাকে দায়ী করে থাকেন।

যমজ সন্তানদের বংশগত গুণের আশ্চর্য মিল দেখা যায়। বিশেষ করে যখন যমজ সন্তান মাতৃগর্ভের একই স্ত্রী-ডিম্ব থেকে উদ্ভূত হয়। এত মিল সহোদর সন্তানদের ভেতর দৃষ্ট হয় না। তবে যমজ সন্তানেরা একই পিতামাতার গৃহে পালিত হয় বলে অনেকটা একই ধরনের পরিবেশ পায়। সেজন্য যমজ সন্তানদের জন্মের পর আলাদা করে বড় হওয়ার সুযোগ দিয়ে অভিবীক্ষণ কার্য চালনা দরকার। কিছুকাল আগে আমেরিকায় এইচ. এইচ. নিউম্যান (জীববিজ্ঞানী), এফ. এন. ফ্রীম্যান (মনোবিজ্ঞানী) এবং কে. জে. হলিংগার (পরিসংখ্যানবিদ) একযোগে এ ধরনের গবেষণা চালান।

সমাজজীবনে বংশগতির প্রভাব

সোভিয়েত ইউনিয়নে লাইসেংকো বিতর্ক

পরিবেশ ও বংশগতির আপেক্ষিক গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের লাইসেংকো বিতর্কের কথা বলা যায়। সোভিয়েত দাবি করে, বৈজ্ঞানিক প্রণালিতে উন্নত ধরনের কৃষির সাহায্যে উৎপাদন বহুগুণে বাড়ানো যায়। আরও দাবি করে, পুরনো পদ্ধতিতে প্রজননবিদেরা উন্নত ধরনের শস্যবীজ উৎপাদনের জন্য যেখানে দশ-বারো বছর লাগায়, লাইসেংকো দুই-তিন বছরের ভেতর তা সমাধা করতে পারে। লাইসেংকো এভাবে বুনিয়াদি প্রজনন বিজ্ঞানকে আমল দিতে অস্বীকার করে। মেনডেলিজম পরিসংখ্যান বিজ্ঞানের সাহায্যে যেভাবে বংশগতিকে নির্ধারণ করে, লাইসেংকোইজম তা পরিত্যাগ করে (অস্বীকার করে) নতুন পথে অগ্রসর হতে থাকে। ক্রোমোজম, জিন, বংশপরম্পরায় যে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যাদি নির্ধারণ করে থাকে তাকে অস্বীকার করে লাইসেংকোইজম পরিবেশের ওপরই গুরুত্ব দিয়ে থাকে। এখানে বলা প্রয়োজন যে, মেনডেলপন্থিরা বংশগতির উত্থান-পতনের সাথে সাথে লাইসেংকোইজমের উত্থান-পতন জড়িত। এখানে সে প্রশ্নে না গিয়েও মোটামুটিভাবে বলা যায়, পাশ্চাত্যের বিজ্ঞানীরা বংশগতির ওপর যতটুকু গুরুত্ব দেন সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা ততটুকু দিতে রাজি নন। তাদের মতে, সমাজ প্রধানত পরিবেশের দ্বারাই প্রভাবিত। বংশগতির প্রভাব খুবই নগণ্য। উপরের আলোচনা থেকে একথা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, সমাজজীবনের ওপর বংশগতির প্রভাব অনস্বীকার্য। বস্তুত প্রতিটি মানুষই জন্মসূত্রে কিছু জৈবিক ও মানসিক গুণাবলি অর্জন করে, যা ব্যক্তির জীবনে তথা তার সামাজিক জীবনের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে বিশেষ প্রভাব রাখে।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

সমাজবিজ্ঞান ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৬ – সমাজজীবনে প্রভাব বিস্তারকারী উপাদান

টপিক – ০৪ সমাজজীবনে সংস্কৃতির প্রভাব

টপিক ০৪: সমাজজীবনে সংস্কৃতির প্রভাব

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

সমাজজীবনে সংস্কৃতির প্রভাব

যেসব উপাদান সমাজজীবনকে প্রভাবিত করে তার মধ্যে উৎপাদন হাতিয়ার অন্যতম যাকে 'Technique factor' বলা হয়। কতক পশ্চিমা সমাজবিজ্ঞানী 'Technique factor'-এর পরিবর্তে 'Cultural factor' কথাটির ব্যবহার করেছেন। সংস্কৃতির প্রভাব জানার আগে সংস্কৃতি সম্পর্কে জানা তথা সংস্কৃতি বলতে কী বোঝায় তা জানা প্রয়োজন। এ সম্পর্কে বিভ্রান্তির অবকাশ আছে। সেজন্য কালচার বা সংস্কৃতি সম্পর্কে বিভিন্ন মতাবলম্বী সমাজবিজ্ঞানীরা যেসব মতামত পোষণ করে সে সম্পর্কে এখানে আলোচনা করা হয়েছে।

সংস্কৃতির সংজ্ঞা সম্পর্কে যেসব মতামত প্রচলিত সেসবকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা যায়- ১. পশ্চিমা সমাজবিজ্ঞানীদের দেওয়া সংজ্ঞা ও ২. সমাজবিজ্ঞানীদের দেওয়া সংজ্ঞা।

সংস্কৃতি বলতে আমরা সামগ্রিক জীবনপ্রণালিকে বুঝি। মানবসৃষ্ট সবকিছুর সমষ্টিকে সংস্কৃতি বলে। সংস্কৃতি মূলত অর্জিত আচরণ। অর্থাৎ সংস্কৃতি জৈবিকভাবে নয় বরং সামাজিক উত্তরাধিকার হিসেবে পরবর্তী প্রজন্মে গৃহীত হয়ে থাকে। সংস্কৃতি অত্যন্ত গতিশীল এবং সৃষ্টিশীল। সংস্কৃতি বলতে মানুষের আচার-আচরণ, ধ্যানধারণা, আদর্শ, মূল্যবোধ, রীতিনীতি, নিয়ম-প্রথা এবং আইন-অনুশাসনকে বোঝায়।

সমাজজীবনে সংস্কৃতির প্রভাব

সংস্কৃতি বলতে নৃবিজ্ঞানীরা মানবসৃষ্ট সব বস্তুগত ও অবস্তুগত বিষয়কে বুঝিয়ে থাকেন। তারা বলেন, "Culture is what man has created meterial and non-material." বস্তুগত সংস্কৃতির মধ্যে মানবসৃষ্ট যেকোনো বস্তুগত উপাদান বা আবিষ্কারকে অন্তর্ভুক্ত করা চলে। এ অর্থে উৎপাদন কৌশলকে বস্তুগত সংস্কৃতির পর্যায়ভুক্ত করা হয়। উৎপাদন কৌশলের মধ্যে উৎপাদন কাজে ব্যবহৃত সব উপাদান (কলকারখানা, যন্ত্রপাতি, হাতিয়ার ইত্যাদি) মানবশ্রম, ব্যবস্থাপনা এবং শ্রেণি সম্পর্ক ইত্যাদিকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। সাহিত্যিকগণের মতে, সংস্কৃতি হলো মানুষের চিন্তাভাবনা, আশা-আকাঙ্ক্ষা, কল্পনা, কামনা-বাসনা ইত্যাদি।

সমাজবিজ্ঞানী Jones -এর মতে, "Culture is the sum total of man's creation". অর্থাৎ মানবসৃষ্ট সবকিছুর সমষ্টিই হলো সংস্কৃতি।

Robert Bierstedt তার 'Social Order' গ্রন্থে বলেছেন, "Culture is the complex whole that consist of everything, we think and do as a member of society". অর্থাৎ সমাজের সদস্য হিসেবে আমরা যা কিছু চিন্তা করি এবং যা কিছু সম্পন্ন করি তার সমষ্টি হচ্ছে সংস্কৃতি। ম্যাকাইভার (MacIver)-এর মতে, 'Our culture is what we are.' অর্থাৎ মানুষ হিসেবে আমরা যা তাই আমাদের সংস্কৃতি।

সমাজজীবনে সংস্কৃতির প্রভাব

সংস্কৃতির সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য সংজ্ঞা প্রদান করেছেন ই.বি. টেইলর (E. B. Tylor) তার 'Primitive Culture' গ্রন্থে বলেন, "Culture is that complex whole which includes knowledge, belief, art, moral, law, custom and any other capabilities and habits acquired by man as a member of society." অর্থাৎ সমাজের সদস্য হিসেবে মানুষের অর্জিত জ্ঞান, বিশ্বাস, শিল্পকলা, নৈতিকতা, আইন, রীতিনীতি, আচার-আচরণ এবং অন্য যেকোনো দক্ষতা ও অভ্যাসের জটিল সমষ্টিই হলো সংস্কৃতি।"

সুতরাং বলা যায়, সংস্কৃতি হলো সব ধরনের চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে আর্থসামাজিক ব্যবস্থায় মানুষের মধ্যে প্রচলিত নানা রকম বিশ্বাস, অনুষ্ঠান, জ্ঞান, আইন, রীতিনীতি, প্রতিষ্ঠান কার্যাবলি, নেতৃত্ব, ধর্ম, শিল্পসাহিত্য ইত্যাদির সম্মিলিত রূপ।

সমাজজীবনকে যে চারটি মৌল উপাদান বিশেষভাবে প্রভাবিত করে তার মধ্যে কৃৎকৌশল অন্যতম। যার অপর নাম সংস্কৃতি। উল্লিখিত উৎপাদনমূলক কর্মকাণ্ডে ব্যবহৃত হাতিয়ার, যন্ত্রপাতি, কলকারখানা, মানবশ্রম, ব্যবস্থাপনা ইত্যাদিকে সামগ্রিকভাবে কৃৎকৌশল বলে বোঝানো হয়েছে।

সমাজজীবনে সংস্কৃতির প্রভাব

কৃৎকৌশলকে কার্যত বস্তুগত সংস্কৃতি বলা হয়। কারণ মানবসৃষ্ট যেকোনো বস্তুগত উপাদান উক্ত সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত। অতএব, কৃৎকৌশল হলো মূলত সংস্কৃতির একটি বিশেষ রূপ, যার রয়েছে দুটি দিক। যথা- বস্তুগত সংস্কৃতি ও অবস্তুগত সংস্কৃতি। কৃৎকৌশল যেমন বস্তুগত সংস্কৃতির একটি দিক, ঠিক তেমনি কাব্য, সাহিত্য, শিল্পকলা, সংগীত, নৃত্য ইত্যাদি অবস্তুগত সংস্কৃতির একটি রূপ। সুতরাং বলা যায়, মানবসৃষ্ট বস্তুগত এবং অবস্তুগত উভয় ধরনের সংস্কৃতিই মানবসমাজের সাথে সম্পর্কযুক্ত। তবে কৃৎকৌশল ছাড়াও সকল বৈজ্ঞানিক উদ্ভাবনই সমাজজীবনকে প্রভাবিত করে। কৃৎকৌশল কীভাবে সমাজজীবনকে প্রভাবিত করে তা বুঝতে হলে প্রথমে উৎপাদন শক্তি এবং উৎপাদন সম্পর্ক কী তা জানা দরকার। কারণ উৎপাদন শক্তি ও উৎপাদন সম্পর্ক হলো সংস্কৃতির সমন্বিত রূপ।

শ্রমের উপকরণ ও শ্রমলব্ধ বস্তু দুটিই অকার্যকর হয়ে দাঁড়ায়, যদি তাতে মানবশ্রমের যথার্থ প্রয়োগ না ঘটে। আসলে মানুষ নিজেই উৎপাদন প্রক্রিয়ার নির্ধারক। শ্রম ও শ্রমজাত সামগ্রিক একত্রে উৎপাদনের উপকরণ বলা হয়। আর এ উৎপাদনের উপকরণের সাথে যখন মানুষের প্রকৃত শ্রম নিয়োজিত হয় কেবল তখনই তাকে উৎপাদন কৌশল কিংবা উৎপাদন শক্তি বলে।

সমাজজীবনে সংস্কৃতির প্রভাব

সংস্কৃতির উপাদানকে বস্তুগত ও অবস্তুগত এ দুটি ভাগে ভাগ করা যায়। সংস্কৃতির বস্তুগত উপাদান বলতে মানবসৃষ্ট যেকোনো বস্তুগত বিষয় বা আবিষ্কারকে বোঝায়। মানুষের সংস্কৃতি যখন বাস্তব আকার ধারণ করে তখন তাকে বলা হয় সংস্কৃতির বাস্তব বা বস্তুগত উপাদান। উৎপাদন কৌশলকে সংস্কৃতির বস্তুগত উপাদানের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। উৎপাদন কৌশলের মধ্যে উৎপাদন কাজে যেসব উপাদান ব্যবহার করা হয় যেমন- জমি, কলকারখানা, যন্ত্রপাতি, হাতিয়ার, মানবশ্রম, ব্যবস্থাপনা এবং শ্রেণি সম্পর্ক ইত্যাদিকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

অন্যদিকে, সংস্কৃতির যেসব উপাদান সমাজস্থ ব্যক্তিবর্গের আদর্শ, বিশ্বাস, ধ্যানধারণা, আনন্দ-বেদনা প্রভৃতি মানসিক অনুভূতিকে নির্দেশ করে সেসব উপাদানকে অবস্তুগত উপাদান বলা হয়। অবস্তুগত উপাদানের অন্তর্ভুক্ত হলো প্রতীক (symbol), ভাষা (Language), আদর্শ (Norms), মূল্যবোধ (Values), লোকরীতি (Folkways), অবশ্য পালনীয় লোকরীতি (Mores), আইন (Law), অনুশাসন (Sanctions), কাব্যসাহিত্য (Literature) ইত্যাদি।

অতএব বলা যায়, মানবজীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সংস্কৃতির বস্তুগত ও অবস্তুগত উভয় ধরনের উপাদানের প্রভাব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

সমাজজীবনে সংস্কৃতির প্রভাব

মানুষের জীবনধারণের জন্য খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান এবং অন্যান্য নিত্যব্যবহার্য মৌলিক উপকরণ অপরিহার্য। আর এজন্যই মানুষ প্রাচীনকাল থেকেই ওই সমস্ত উপকরণ সংগ্রহের জন্য উৎপাদন করে আসছে। কারণ প্রকৃতিতে ওই সমস্ত উপকরণ সবসময় পাওয়া যায় না। মানুষ কোনো কিছু একাকী উৎপাদন করতে পারে না। উৎপাদনের মূলকথাই হচ্ছে সমবেত প্রচেষ্টা। যেমন- কোনো কাপড়ের কলে কেউ সুতা তৈরি করে, কেউ কাপড় রং করে এবং কেউ কাপড় বুনে। ফলে সকলের সমবেত প্রচেষ্টায় পরিধেয় বস্ত্র তৈরি হয়।

এ প্রসঙ্গে জার্মান সমাজবিজ্ঞানী কার্ল মার্কস বলেছেন, উৎপাদনের জন্য মানুষ শুধু প্রকৃতির সাথে মিথস্ক্রিয়ায় লিপ্ত হয় না, মানুষ পারস্পরিক সম্পর্কের ওপরও নির্ভরশীল। মানুষ একটি নির্দিষ্ট নিয়মে পরস্পরের সাথে সহযোগিতা এবং আপন কর্মকাণ্ডের ফসল পরস্পরের মধ্যে আদান-প্রদান করে এবং এর মাধ্যমে এমন একটি সম্পর্ক স্থাপন করে, যা মার্কসের ভাষায় উৎপাদন সম্পর্ক যা একটি সমাজের সামগ্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সাথে যুক্ত। মার্কস এটিকেই সমাজের মৌল কাঠামো বলেছেন।

প্রকৃতপক্ষে, উৎপাদন কৌশল হচ্ছে সমাজের অর্থনৈতিক ভিত্তি। উৎপাদন ব্যবস্থার মৌলিক পরিবর্তন সমাজ ও সভ্যতার ক্ষেত্রে তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তনের সূচনা ঘটায়। অর্থাৎ সাধারণভাবে বলা যায়, সমাজের মৌলিক কাঠামোর পরিবর্তনের সাথে সংগতি বজায় রেখে উপরিকাঠামোর পরিবর্তন সাধিত হয়।

সমাজজীবনে সংস্কৃতির প্রভাব

একথা বলাই বাহুল্য, মার্কসবাদীদের মতে সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামোর অপর নাম হচ্ছে সমাজের মৌল কাঠামো। আর এ অর্থনৈতিক কাঠামোই উপরিকাঠামোকে নিয়ন্ত্রণ করে। উপরিকাঠামো হলো মানুষের আইনগত, রাজনৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক জীবনধারা- যাকে ব্যাপক অর্থে বলা হয় সংস্কৃতি। তবে মার্কসের মতে, মানব ইতিহাসের কোনো কোনো পর্যায়ে সমাজের উপরিকাঠামোও মৌল কাঠামোকে প্রভাবিত করে। অর্থাৎ মৌল কাঠামো ও উপরিকাঠামোর পারস্পরিক সম্পর্ক কখনো একমাত্রিক নয়। মার্কসীয় ধারণানুসারে সমাজে প্রতিনিয়ত উৎপাদিকা শক্তির বিকাশ সাধিত হয়। আদিম কাল থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত ইতিহাসে এর সুস্পষ্ট সাক্ষ্য মিলে। উৎপাদিকা শক্তির পরিবর্তনের ফলে যে, নতুন উৎপাদিকা শক্তির বিকাশ ঘটে। তার সাথে কিছুদিন পর্যন্ত পুরাতন উৎপাদন সম্পর্ক অব্যাহত থাকতে পারে। যা এক্ষেত্রে বাধার সৃষ্টি করতে পারে। এর ফলে উভয়ের মধ্যে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়। আর এ দ্বন্দ্ব-সংঘাতের কারণে পুরাতন উৎপাদন সম্পর্ক ভেঙে পড়তে বাধ্য হয় এবং এর স্থলে নতুন উৎপাদন সম্পর্ক বিকাশ লাভ করে। যার ভিত্তিতে নতুন অর্থনৈতিক কাঠামো গড়ে ওঠে। যা নতুন সমাজব্যবস্থার মৌল ভিত্তি বলে গণ্য। অবশেষে বলা যায়, উৎপাদনের হাতিয়ারের পরিবর্তনের সাথে সাথে সমাজকাঠামোর রূপান্তর ঘটে। এভাবে সমাজ ও সভ্যতার বিকাশের পথ প্রশস্ত হয়। আসলে সমাজজীবনে কৃৎকৌশলের প্রভাব অনস্বীকার্য। কৃৎকৌশল হলো সমাজজীবনের চালিকাশক্তি যা সমাজ পরিবর্তনে নিয়ামক ভূমিকা পালন করে।

সমাজজীবনে সংস্কৃতির প্রভাব

সমাজে বাস করতে হলে প্রতিটি ব্যক্তিকে সমাজ প্রত্যাশিত আচরণ করতে হয়। সংস্কৃতির মাধ্যমে মানুষ সামাজিক আচার-ব্যবহারের এক নির্দিষ্ট পদ্ধতি বা ধারা লাভ করে থাকে। সংস্কৃতির প্রভাবেই মানুষ সমাজজীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অনায়াসে স্বাভাবিক আচরণ করতে পারে। সমাজজীবনে বিচিত্র ও বহু ধরনের পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। সুস্থ সমাজজীবনের স্বার্থে এসব বৈচিত্র্যময় ঘটনা সন্তোষজনকভাবে মোকাবিলা করা দরকার। এজন্য প্রয়োজনীয় শক্তি ব্যক্তি সংস্কৃতির মাধ্যমেই পেয়ে থাকেন। মানুষের অভ্যাস ও রুচিবোধ জাগ্রত ও পরিচালনার ক্ষেত্রেও সাংস্কৃতিক উপাদানের ভূমিকা অত্যন্ত কার্যকর। জন্মগতভাবে মানুষের অভ্যাস ও রুচিবোধ বংশ পরম্পরায় উৎকীর্ণ হয়। এ অভ্যাস ও রুচিবোধ পরবর্তীতে মানুষের জীবনের ওপর প্রভাব বিস্তার করে। পরিবারের সদস্যরা তাদের অভ্যাস, রুচিবোধ তার পরিবারের কাছ থেকে শিখে থাকে। যেমন- কৃষক পরিবারের সদস্যরা কৃষকের অভ্যাস, রুচিবোধ রপ্ত করে। আবার উচ্চ ও ধনী পরিবারের সদস্যরা সে অনুযায়ী আচরণ, অভ্যাস, রুচিবোধ রপ্ত করে। মূলত সংস্কৃতির উপাদানের দ্বারাই এ বিষয়গুলো ব্যক্তির মধ্যে অর্জিত হয়। তাই সমাজজীবনে সংস্কৃতির উপাদানের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। সংস্কৃতি ব্যক্তিকে পরিপূর্ণভাবে সামাজিক জীবে পরিণত করতে সহায়তা করে। ব্যক্তিকে যদি সমাজ ও সংস্কৃতির পরিমণ্ডলের বাইরে রাখা হয় তবে তার পক্ষে প্রকৃত মানুষ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করা সম্ভব নয়। ব্যক্তিকে সামাজিক জীব হিসেবে বসবাসের জন্য কতকগুলো যোগ্যতা ও গুণাবলি অর্জন করা একান্ত অপরিহার্য।

সমাজজীবনে সংস্কৃতির প্রভাব

উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, সনাতন সমাজে একই বংশজাত পেশাজীবী হিসেবে যেমন- কামার, কুমোর, তাঁতি ও জেলে রয়েছে। একইভাবে আধুনিক সমাজে যুগের সাথে তাল মিলিয়ে প্রযুক্তি উন্নয়নের ফলে নিত্যনতুন পেশাকে গ্রহণ করেছে। তাই বলা যায়, পেশাগত বৈচিত্র্য সৃষ্টির ক্ষেত্রেও সাংস্কৃতিক উপাদানের গুরুত্ব অপরিসীম। কৃষিকাজের উৎপত্তির মাধ্যমে সমাজে যখন স্থিতিশীলতার সৃষ্টি হয় তখন মানুষের মধ্যে অর্থনৈতিক সচ্ছলতার আগমন হয়ে ওঠে। সমাজের এরূপ পরিবর্তনের পিছনে সাংস্কৃতিক উপাদানই সক্রিয়ভাবে প্রভাবিত করেছে। তাই অর্থব্যবস্থায় উন্নয়ন ও গতিপ্রকৃতিকে সাংস্কৃতিক উপাদানই প্রভাবিত করে। সামাজিক উন্নয়ন ও গতিশীলতার ক্ষেত্রেও সংস্কৃতির উপাদানের গুরুত্ব অনেক রয়েছে। সংস্কৃতির উপাদানেরই প্রত্যক্ষ প্রভাবে মানুষের চিন্তাচেতনা, ধ্যানধারণায় পরিবর্তন সূচিত হয়। আবার প্রযুক্তিগত উন্নয়নের ফলে মানুষের মধ্যে আধুনিক চিন্তাচেতনার প্রবণতা লক্ষ করা যায়। এটি মূলত সাংস্কৃতিক উপাদানের ফল। সর্বোপরি বলা যায়, সমাজজীবনের সংস্কৃতির উপাদানের প্রভাব অত্যন্ত ব্যাপক। সমাজজীবনের প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই সংস্কৃতির প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। সংস্কৃতি সমাজজীবনকে অনেক উন্নত ও গতিশীল করেছে। ফলে মানুষের জীবনযাপন পদ্ধতি অনেক সহজ হয়েছে।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

সমাজবিজ্ঞান ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৬ – সমাজজীবনে প্রভাব বিস্তারকারী উপাদান

টপিক – ০৫ সমাজজীবনে সামাজিক গোষ্ঠীর প্রভাব

টপিক ০৫: সমাজজীবনে সামাজিক গোষ্ঠীর প্রভাব

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

সমাজজীবনে সামাজিক গোষ্ঠীর প্রভাব

মানুষ জীবজগতের একটি অংশ। কিন্তু তার প্রকৃত পরিচয় সামাজিক জীব হিসেবে। তাই সামাজিক জীব হিসেবে তাকে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে গোষ্ঠী বা সামাজিক উপাদানগুলো বিশেষ অবদান রাখে। যেসব উপাদান সমাজজীবনকে প্রভাবিত করে তার মধ্যে গোষ্ঠী অন্যতম। সমাজবিজ্ঞানে গোষ্ঠীকে সামাজিক উপাদান হিসেবে গণ্য করা হয়। মানুষের সামগ্রিক জীবনে সামাজিক গোষ্ঠীর ভূমিকা অত্যন্ত স্পষ্ট। মানুষ সামাজিক গোষ্ঠীর মাধ্যমে তার সমাজ ও সংস্কৃতির বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের দ্বারা প্রভাবিত হয়। প্রকৃতপক্ষে, গোষ্ঠী হলো মানুষের বিচিত্র সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের আধারস্বরূপ। এদিক থেকে বিচার-বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, সমাজ ও গোষ্ঠী অভিন্ন নয়। আধুনিক সমাজবিজ্ঞানে এদের ভেতর পার্থক্য নির্ণয় করা হয়।

সামাজিক গোষ্ঠীর উপাদান

সমাজজীবনে সামাজিক গোষ্ঠীর প্রভাব

সমাজের স্থায়িত্ব ও সাংগঠনিক ব্যাপ্তি গোষ্ঠীর থেকে অনেক বেশি। কোনো গোষ্ঠী সমাজ হিসেবে কখনো পরিগণিত হতে পারে না। এ প্রসঙ্গে সমাজবিজ্ঞানী জিসবার্ট বলেছেন, "A society is considered to be more permanent inclusive and oranized than group; but the difference between than is of degree rather than of kind." (Fundamentals of Sociology; P-25) অর্থাৎ সমাজ অধিকতর স্থায়ী, সুসংবদ্ধ এবং সর্বব্যাপী একটি সংগঠন হলেও গোষ্ঠীর সাথে এটির পার্থক্য কেবলই মাত্রাগত।

সাধারণভাবে বলতে গেলে, ব্যক্তির সমষ্টিই হচ্ছে গোষ্ঠী, যা পরে সমাজের মধ্য দিয়ে সম্প্রসারিত হয়। তাছাড়া ব্যক্তির যাবতীয় দৈনন্দিন কার্যকলাপ গোষ্ঠীর মাধ্যমেই সম্পাদিত হয়। বস্তুত গোষ্ঠীগত জীবনের মধ্য দিয়ে সমাজস্থ ব্যক্তিবর্গের ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটে। অর্থাৎ মানুষের ব্যক্তিত্ব অর্জনের মূলে রয়েছে গোষ্ঠীর অপরিসীম অবদান। অন্যদিকে, ব্যক্তি ব্যতিরেকে গোষ্ঠীর আবির্ভাব ও অস্তিত্ব অসম্ভব।

কতিপয় ব্যক্তির সমন্বয়েই গোষ্ঠী গড়ে ওঠে। আধুনিক সমাজের মতো আদিম সমাজে এত বিচিত্র ধরনের গোষ্ঠী ছিল না। সমাজে বসবাসকারী ব্যক্তিবর্গ এখন যুগপৎ একাধিক গোষ্ঠীর সদস্য হতে পারে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে আবার বিশেষ গোষ্ঠীর সদস্য হওয়া বা না হওয়া ব্যক্তির ইচ্ছা-অনিচ্ছার ওপর নির্ভরশীল নয়। অর্থাৎ এটি ব্যক্তির পক্ষে বাধ্যতামূলক ব্যাপার। বস্তুত আধুনিক সমাজে ব্যক্তিজীবনে গোষ্ঠীর ভূমিকা অত্যন্ত গভীর এবং ব্যাপক।

সমাজজীবনে সামাজিক গোষ্ঠীর প্রভাব

পরিবার (Family): পরিবার হচ্ছে একটি অন্যতম সামাজিক উপাদান। প্রত্যেক মানবশিশুর আগমন ঘটে পরিবারে। সেখান থেকে শিশু সমাজের মূল্যবোধ, প্রথা, আচার-আচরণ ইত্যাদি সম্পর্কে ধারণা লাভ করে। পরিবার মানবশিশুর অনানুষ্ঠানিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। সমাজবিজ্ঞানী অগবার্ন ও নিমকফের মতে, "পরিবার হলো একটি গোষ্ঠী যেখান থেকে সংস্কৃতি শিখন প্রক্রিয়া শুরু হয়।" পরিবারের স্নেহশাসনে ব্যক্তি শৈশবে যা শেখে তা তার জীবনকে প্রভাবিত করে। সমাজের বিভিন্ন গোষ্ঠী, প্রথা-প্রতিষ্ঠান ইত্যাদির প্রতি ব্যক্তি কোনো সময়ে কী মনোভাব পোষণ করে সে শিক্ষা পরিবার থেকেই সে অর্জন করে। অতএব বলা যায়, সামাজিক জীবন রূপায়ণে পরিবার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

সমাজজীবনে সামাজিক গোষ্ঠীর প্রভাব

সঙ্গীদল (Peergroup): খেলার সাথিও অন্যতম একটি সামাজিক উপাদান। পরিবারের নির্দিষ্ট ও সীমিত গণ্ডি পেরিয়ে শিশু খেলার সাথিদের সংস্পর্শে আসে। খেলার সঙ্গীসাথি দ্বারা শিশু প্রভাবিত হয়। এখানে শিশু নিজে ও অন্যদের প্রভাবিত করে। এ সময়ে তার মধ্যে নিয়মশৃঙ্খলা, দায়িত্ব-কর্তব্য, সহনশীলতা ইত্যাদি গুণাবলির সূচনা হয় যা পরবর্তী জীবনে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলে।

ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান (Religious Institution) : প্রথমত পরিবার থেকেই ধর্মীয় শিক্ষা শুরু হয়। শিশু যদিও পরিবার থেকেই নীতি, আদর্শ ইত্যাদি বিষয়ে সাধারণ ধারণা অর্জন করে তথাপি আনুষ্ঠানিকভাবে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান থেকে যে শিক্ষা গ্রহণ করে তার প্রভাব খুবই প্রগাঢ় এবং সুদূরপ্রসারী। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান যেমন- মক্তব, মসজিদ, মাদ্রাসা প্রভৃতি অন্যতম সামাজিক উপাদান। ধর্মীয় নেতা শিশুর নিকট আদর্শরূপে প্রতিভাত হয়।

সমাজজীবনে সামাজিক গোষ্ঠীর প্রভাব

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (Educational Institution): বিদ্যালয় অন্যতম একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান। বিদ্যালয়ের শিক্ষা ব্যক্তির সামাজিক জীবনে বৈচিত্র্য আনে। বিদ্যালয়ে শিশু আনুষ্ঠানিক শিক্ষা গ্রহণ করে। এখানে সে বিভিন্ন শ্রেণির শিক্ষার্থী, শিক্ষক, কর্মচারী, সরকারি কর্মকর্তা ইত্যাদির সান্নিধ্যে আসে। এখানে সে নিয়মশৃঙ্খলা, দায়িত্ব ও কর্তব্য ছাড়াও জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিষয়বস্তু সম্পর্কে ধারণা লাভ করে।

সংঘ (Association): খেলাধুলা, সংগীতচর্চা, বিভিন্ন বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান ইত্যাদি সংঘ-সমিতি জীবনযাত্রার ধারা বা মডেল গড়তে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। তাই সমাজজীবন রূপায়ণে সংঘ বা সমিতির ভূমিকাকে খাটো করে দেখা যায় না। এখানে মানুষ ব্যক্তিত্ব গঠন করে ও স্বাধীনভাবে চিন্তা করতে শেখে।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

সমাজবিজ্ঞান ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৬ – সমাজজীবনে প্রভাব বিস্তারকারী উপাদান

টপিক – ০৬ সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান

সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান

প্রশ্ন ১- ইউসুফ সাহেব কন্যা আয়েশাকে নিয়ে বাংলাদেশে বেড়াতে আসেন। আয়েশাকে সবাই বিদেশি ভেবে ভুল করে। কারণ সে দেখতে অনেকটাই জার্মান মায়ের মতো। ইউসুফ সাহেব কন্যাকে বাংলাদেশ ঘুরিয়ে দেখাতে চান এবং বিদেশি স্ত্রীকে দেশি শাড়ি উপহার দিতে চান। তিনি স্ত্রীর জন্য রাজশাহী থেকে সিল্ক শাড়ি, টাঙ্গাইল থেকে তাঁত শাড়ি এবং নারায়ণগঞ্জের ডেমরা থেকে জামদানি শাড়ি কিনেন। বাংলাদেশের এসব বৈচিত্র্যে আয়েশা মুগ্ধ।

ক.সংস্কৃতি কাকে বলে?

খ. কাব্য ও কাব্যগ্রন্থের সংস্কৃতিগত পার্থক্য কী? বুঝিয়ে লেখ।

গ. উদ্দীপকের আয়েশা সমাজজীবনে প্রভাব বিস্তারকারী কোন উপাদানের ফল? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. উদ্দীপকে আয়েশার মুগ্ধ হওয়া সমাজজীবনে প্রভাব বিস্তারকারী উপাদানের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাবের ফল – ব্যাখ্যা দাও। [ঢা. বো. '১৯; রা. বো. '১৯; য. বো. '১৯; চ. বো. '১৯; সি. বো. '১৯; দি. বো. '১৯]

সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান

ক	খ
১. উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত ২. অভ্যাস ও রুচিবোধ ৩. প্রজ্ঞা ও মেধার ওপর প্রভাব	১. ঘরবাড়ির ধরন ২. জন্মগত সাদৃশ্য ৩. পেশাগত বৈচিত্র্য

ক. প্রতিষ্ঠান কী?

খ. সমাজকাঠামো বলতে কী বোঝায়?

গ. 'ক' ছক দ্বারা কিসের বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. সমাজজীবনে 'ক' এবং 'খ'-এর মধ্যে কোনটির প্রভাব বেশি পরিলক্ষিত হয়? বিশ্লেষণ কর।

[রা. বো. '২৩; চ. বো. '২৩; ব. বো. '২৩; দি. বো. '২৩; ম. বো. '২৩]

সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান

ক. কোন অঞ্চল মানুষের বসবাসের উপযোগী?

খ. বংশগতি বলতে কী বোঝায়?

গ. উপরের ছকে 'ক' চিহ্নিত স্থানে সমাজজীবনের প্রভাব বিস্তারকারী যে উপাদানটির ইঙ্গিত রয়েছে তা বর্ণনা কর।

ঘ. তুমি কি মনে কর উক্ত উপাদানটি সমাজব্যবস্থাকে নানাভাবে প্রভাবিত করে? উত্তরের পক্ষে যুক্তি দাও।[ঢা. বো. '১৭; য. বো. '১৭; কু. বো. '১৭; চ. বো. '১৭; সি. বো. '১৭; দি. বো. '১৭]

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

সমাজবিজ্ঞান ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৬ – সমাজজীবনে প্রভাব বিস্তারকারী উপাদান

টপিক – ০৭ বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান

১. সমাজজীবনে প্রভাব বিস্তারকারী মৌল উপাদান কয়টি?[সকল বোর্ড '২২

ক. ২ খ. ৩ গ. ৪ ঘ. ৫

২. সমাজজীবনে প্রভাব বিস্তারকারী উপাদান নিচের কোনটি?

ক. ভৌগোলিক বা প্রাকৃতিক উপাদান খ. সংস্কৃতিসংক্রান্ত উপাদান

গ. বংশগতিসূচক ও গোষ্ঠী উপাদান ঘ. সবগুলো

৩. কী রূপায়ণে ভৌগোলিক উপাদানের প্রভাব অনস্বীকার্য?

ক. সমাজজীবন খ. সামাজিক জীবন

গ. মহৎ জীবন ঘ. শান্তিপূর্ণ জীবন

৪. বিভিন্ন অঞ্চলে ঘরবাড়ির বৈশিষ্ট্য বিভিন্ন হওয়ার কারণ কী?

ক. জৈবিক প্রভাব খ. ঘরবাড়ি তৈরির জিনিসের ভিন্নতা

গ. ভৌগোলিক প্রভাব ঘ. অর্থনৈতিক প্রভাব

৫. সমাজে প্রভাব বিস্তারকারী অভ্যন্তরীণ উপাদান কয়টি?

ক. ৪ খ. ৩ গ. ২ ঘ. ১

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান

৬. সমাজে প্রভাব বিস্তারকারী অভ্যন্তরীণ উপাদান কোনটি?

ক. সংস্কৃতিসংক্রান্ত উপাদান
খ. বংশগতি সূচক উপাদান
গ. প্রাকৃতিক উপাদান
ঘ. গোষ্ঠী তথা সামাজিক উপাদান

৭.'Climate & Civilization' -গ্রন্থটি কার?

ক. সমাজবিজ্ঞানী লাপোজ
খ. ভূতত্ত্ববিদ হান্টিংটন
গ. সমাজবিজ্ঞানী গাল্টন
ঘ. দার্শনিক মন্টেস্কু

৮. ঘরবাড়ি তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ যেমন- বাঁশ কাঠ, রশি, ইট, পাথর ইত্যাদি কোন উপাদানের প্রভাবাধীন?

ক. ভৌগোলিক উপাদান
খ. জৈবিক উপাদান
গ. সামাজিক উপাদান
ঘ. সাংস্কৃতিক উপাদান

৯. মানব সভ্যতাগুলো সাধারণভাবে গড়ে ওঠে কোন অঞ্চলে?

ক. সমভূমি অঞ্চলে
খ. নদী তীরবর্তী অঞ্চলে
গ. বনভূমি অঞ্চলে
ঘ. পাহাড়িয়া অঞ্চলে

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান

১০. ঘরবাড়ির বৈশিষ্ট্য প্রধানত কোন পরিবেশের ওপর নির্ভরশীল-

ক. ভৌগোলিক খ. সামাজিক গ. সাংস্কৃতিক ঘ. রাজনৈতিক

১১. নৃগোষ্ঠীসমূহের বিভিন্নতার জন্য কোন উপাদানটি বিশেষভাবে দায়ী?

ক. সাংস্কৃতিক উপাদান খ. সামাজিক উপাদান

গ. ভৌগোলিক উপাদান ঘ. জৈবিক উপাদান

১২. চংমন চাকমা পার্বত্য চট্টগ্রামের বাসিন্দা। সে উচ্চশিক্ষার উদ্দেশ্যে ঢাকায় এসেছে। সে ঢাকার যানবাহন ও ঘরবাড়ির ধরন দেখে কিছুটা বিস্মিত হয়। চংমন চাকমা নিজেও দেখতে অন্যদের থেকে আলাদা। চংমন চাকমা অন্যদের চেয়ে একটু আলাদা কেন?

ক. ভৌগোলিক উপাদানের কারণে খ. জৈবিক কারণে

গ. সামাজিক কারণে ঘ. সংস্কৃতির কারণে

১৩. কোন অঞ্চল মানব সভ্যতা বিকাশে বেশি উপযোগী? [সকল বোর্ড '১৬]

ক. পাহাড়ী অঞ্চল খ. উষ্ণ অঞ্চল গ. নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চল ঘ. শীতল অঞ্চল

১৪. কোনটি মানবজীবনে প্রভাব সৃষ্টিকারী প্রধান উপাদান?

ক. বংশগতি খ. সামাজিক গ. ভৌগোলিক ঘ. সাংস্কৃতিক

THANK YOU